224032 - ঈদরে নামাযে তাকবীররে সংখ্যা নয়িে মতানক্যৈরে কারণে তারা সে ইমামরে পছিনে নামায পড়ে না

প্রশ্ন

প্রশ্ন: ঈদরে নামাযরে তাকবীর কি ৬ টি; নাকি ১২ টি? কারণ এখানে এ মাসয়ালা নয়িে হানাফী মাযহাবরে অনুসারী ও সালাফীদরে মধ্যে তীব্র বরিোধ হচ্ছে। সালাফীরা বলনে: 'তারা কছিুতইে হানাফীদরে পছিনে নামায পড়বে না; যদি তারা দুই রাকাত নামায ১২ তাকবীর দয়িে পড়তে প্রস্তুত না থাকে'। অবস্থা দখেে বুঝা যাচ্ছে হানাফীরা এটি করতে প্রস্তুত নয়। এ কারণে একই স্থানে ভন্নি ভন্নি সময়ে ঈদরে নামায দুইবার পড়া হয়। এ ব্যাপারে শরয়িতরে হুকুম কি? এ ক্ষত্রেে কোন মধ্যমপন্থী সমাধানে পৌঁছা কি সম্ভব; যাতে করে এক ঈদরে নামায হানাফী মাযহাব অনুযায়ী পড়া হবে এবং দ্বতিীয় ঈদরে নামায সালাফী মাযহাব অনুযায়ী পড়া হবে?

উত্তররে সংক্ষপ্তিসার

সারকথা

হল: দুই

ঈদরে নামাযে

তাকবীররে

সংখ্যা নয়িে

মতভদে করে

মুসলমানদরে

মাঝে

বচ্ছিন্নিতা

সৃষ্টি করা ও

আলাদা নামায

কায়মে করা জায়যে

নয়। কারণ ঈদরে

নামায দুইবার

পড়া এবং

প্রত্যকে দল

নজিদেরে মতানুযায়ী
আলাদাভাবে
নামায আদায়
করা গর্হতি
বদিআত। এটি মুসলমানদরেকে
বচ্ছিন্নি
করে দবি—
এটা কারো কাছে
অজ্ঞাত নয়।
শরয়িত এ ধরণরে
গর্হতি কাজরে
অনুমোদন দতিে
পারে না কংিবা
সুন্নাহ হতে
এ ধরণরে কোন
নর্দিশেনা
আসতে পারে না।

তাই
এ ধরণরে কোন
কথা বলা জায়যে
হবে না য,ে
আমরা সালাফী
পদ্ধতিতে
একবার নামায
আদায় করব এবং
আরকেবার
হানাফি

পদ্ধতিতে
নামায আদায়
করা হবে। বরং
সকলেই একই
পদ্ধতিতে
নামায আদায়
করতে আদিষ্ট।
সেটা নবী
সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম
ও তাঁর
সাহাবীবর্গের
পদ্ধতি এবং যে
পদ্ধতির উপর
আবু হানিফা,
মালেক,
শাফেয়ি, আহমাদ
মুসলিম
উম্মাহর প্রমুখ
ইমামগণ
অতিবাহিত
হয়েছেন। আর যে
বিষয়গুলোতে
সাহাবায়ে
কেরাম ও
ওলামায়ে
কেরাম মতভেদে
করেছেন সেসব
ইখতিলাফের

ক্ষত্রে
আমাদরে
হৃদয়গুলো
প্রশস্ত থাকা
উচতি।

আমরা
আল্লাহর কাছে
প্রার্থনা
করছি তনিি যনে
মুসলমানদরেকে
সত্যরে উপর
ঐক্যবদ্ধ করে
দনে এবং তাদরে
হৃদয়গুলো একীভূত করে দনি।

আল্লাহই
ভাল জাননে।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আলহামদুলল্লিাহ।

এক:

এটি একটি ইজতাহদিী মাসয়ালা। এ নয়িে সাহাবায়ে করোম, তাবয়েী ও পরবর্তী ইমামদরে মধ্যে মতানক্যে আছে এবং এ মাসয়ালায় ১০টরিও অধকি মতামত রয়ছে।

‘আল-মাওসুআ আল-ফকিহয়্যিা’ (১৩/২০৯) তে এসছে-

মালকেী ও হাম্বলি মাযহাবরে আলমেগণ বলনে: ঈদরে নামাযরে প্রথম রাকাতে তাকবীর সংখ্যা ৬টি এবং দ্বতিীয় রাকাতে ৫টি। এটি মদনিার সাত ফকীহ, উমর ইবনে আব্দুল আযযি, যুহরী ও মুযানি থকেে বর্ণতি আছ।ে

বুঝা যাচ্ছ-ে প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমাকে তারা সপ্তম তাকবীর হসিবেে গণ্য করনে এবং দ্বতিীয় রাকাতরে জন্য দাঁড়ানোর তাকবীরকে তারা বর্ণতি পাঁচটি তাকবীররে অতরিক্তি তাকবীর হসিবেে গণ্য করনে।

আর হানাফী মাযহাবরে অভমিত ও এক বর্ণনা মতে ইমাম আহমাদরে মত হচ্ছ:ে দুই ঈদরে নামাযে অতরিক্তি ৬ তাকবীর দতিে হব।ে প্রথম রাকাতে ৩ তাকবীর, দ্বতিীয় রাকাতে ৩ তাকবীর। এটি ইবনে মাসউদ (রাঃ), আবু মুসা আশআরী (রাঃ), হুযাইফাতুল ইয়ামান (রাঃ), উকবা বনি আমরে (রাঃ), ইবনে যুবায়রে (রাঃ), আবু মাসউদ আল-বদরী (রাঃ), হাসান বসরী (রহঃ), মুহাম্মদ বনি সরিনি (রহঃ), ছাওরী (রহঃ), কুফার আলমেগণ ও এক বর্ণনা মতে ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর অভমিত।

শাফয়েি মাযহাবরে আলমেগণ বলনে: প্রথম রাকাতে অতরিক্তি তাকবীর ৭টি এবং দ্বতিীয় রাকাতে ৫টি।

আইনী (রহঃ) অতরিক্তি তাকবীররে সংখ্যার ব্যাপারে ১৯ টি উক্তি উল্লখে করছেনে...।[সমাপ্ত]

শাওকানী (রহঃ) বলনে: দুই রাকাত ঈদরে নামাযরে তাকবীররে ব্যাপারে ও তাকবীর দয়োর স্থানরে ব্যাপারে আলমেগণরে ১০ অভমিত রয়ছে।ে এক. প্রথম রাকাতে ক্বরিাতরে আগে ৭ তাকবীর দবিে এবং দ্বতিীয় রাকাতে ক্বরিাতরে আগে ৫ তাকবীর দবি।ে ইরাকী বলনে: এটি অধকিাংশ সাহাবী, তাবয়েী ও ইমামদরে অভমিত। দুই. প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমা ৭ তাকবীররে মধ্যে গণ্য— এটি ইমাম মালকে, আহমাদ ও মুযানরি অভমিত।

তনি. প্রথম রাকাতে ৭ তাকবীর ও দ্বতিীয় রাকাতে ৭ তাকবীর। আনাস বনি মালকে (রাঃ), মুগরিা বনি শুবা (রাঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইবনুল মুসায়্যবি (রহঃ) ও নাখায়ী (রহঃ) থকেে এ মতটি বর্ণতি আছ।ে

চার. প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমার পর ক্বরিাতরে আগে ৩ তাকবীর এবং দ্বতিীয় রাকাতে ক্বরিাতরে পর ৩ তাকবীর। এটি একদল সাহাবী, ইবনে মাসউদ (রাঃ), আবু মুসা (রাঃ) ও আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে এবং এটি ইমাম ছাওরী (রহঃ) ও ইমাম আবু হানফিা (রহঃ) এর অভমিত...[নাইলুল আওতার (৩/৩৫৫) থকেে সমাপ্ত]

এ বষিয়ে সর্বাধকি বশিুদ্ধ হচ্ছ-ে আয়শো (রাঃ) এর হাদসি: “রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফতির ও ঈদুল আযহার নামাযে প্রথম রাকাতে ৭ তাকবীর ও দ্বতিীয় রাকাতে ৫ তাকবীর দতিনে।”[সুনানে আবু দাউদ (১১৪৯), আলবানী সহহি সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে এ হাদসিটকিে সহহি আখ্যায়তি করছেনে এবং এটি অধকিাংশ আলমেরে অভমিত]

ইবনে আব্দুল বার (রহঃ) বলনে:

দুই ঈদরে নামাযরে ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে ‘হাসান’ সনদে বহু রওেয়ায়তে রয়ছেে যে, তনিি প্রথম রাকাতে ৭ তাকবীর ও দ্বতিীয় রাকাতে ৫ তাকবীর দয়িছেনে। কন্তিু, সাহাবায়ে করোম এ নয়িে তীব্র মতানক্যৈ করছেনে। অনুরূপভাবে তাবয়েীগণ এ নয়িে মতভদে করছেনে।[তামহীদ (১৬/৩৭-৩৯) থকেে সমাপ্ত]

আরও জানতে দখেুন: 36491 নং প্রশ্নোত্তর।

দুই:

এ ধরণরে মাসয়ালাতে মতবরিোধ করার যথাযথ সুযোগ রয়ছেে। এ ক্ষত্রেে মতানক্যৈকারীকে নন্দিা করা যাবে না। কভিাবে নন্দিা করা হবে, যা সাহাবায়ে করোম থকেে বর্ণতি আছে। সাহাবায়ে করোম হচ্ছনে— ইজতহিাদরে উপযুক্ত ইমাম ও সুন্নাহর অনুসারী ও অনুসৃত ইমাম।

এ কারণে ইমাম আহমাদরে অভমিত হচ্ছে- ঈদরে নামাযরে অতরিক্তি তাকবীররে ব্যাপারে সাহাবায়ে করোম থকেে যে সব অভমিত বর্ণতি আছে এর সবগুলোর উপর আমল করা জায়যে। তনিি বলনে: “রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সাহাবীগণ তাকবীররে ব্যাপারে মতভদে করছেনে; এর প্রত্যকেটি জায়যে।”[আল-ফুরু (৩/২০১) থকেে সমাপ্ত]

শাইখ মুহাম্মদ বনি উছাইমীন (রহঃ) প্রথম রাকাতে ৭ তাকবীর ও দ্বতিীয় রাকাতে ৫ তাকবীর দয়োর কথা উল্লখে করে বলনে: “যদি কউে এর ব্যতক্রিম কছিু করে যমেন- প্রথম ও দ্বতিীয় উভয় রাকাতে ৫ টি করে তাকবীর দয়ে কংিবা উভয় রাকাতে ৭ টি করে তাকবীর দয়ে যভোবসোহাবীদরে থকেে বর্ণতি আছে তাহলে ইমাম আহমাদ বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সাহাবীরা তাকবীররে ব্যাপারে মতভদে করছেনে এবং প্রত্যকেটি জায়যে। অর্থাৎ ইমাম আহমাদ মনে করনে, এক্ষত্রেে বষিয়টি প্রশস্ত। যদি কউে উল্লখেতি পদ্ধতরি বপিরীত কছিু করে যভোবে সাহাবায়ে করোম থকেে বর্ণতি আছে তাহলে এতে কোন অসুবধিা নইে। ইমাম আহমাদরে মাযহাব হচ্ছে- যদি সলফে সালহেীনগণ কোন মাসয়ালায় মতানক্যৈ করনে এবং সংশ্লষ্টি মাসয়ালায় অকাট্য কোন দললি না থাকে তাহলে এক্ষত্রেে সবকটি অভমিতরে উপর আমল করা জায়যে। কারণ তনিি সাহাবীদরে কথাকে মর্যাদা দতিনে এবং মূল্যায়ন করতনে। তনিি বলনে: যদি কোন অকাট্য দললি না থাকে; যে দললি সাহাবীদরে কোন উক্তি গ্রহণে প্রতবিন্ধক হয় না তাহলে সক্ষেত্রেে বষিয়টি প্রশস্ত। নঃিসন্দহেে ইমাম যে পথ অনুসরণ করছেনে সটো উম্মতরে ঐক্যরে সবচয়েে উত্তম পন্থা। কারণ কোন কোন ব্যক্তি যসেব মাসয়ালায় ভন্নিমত প্রকাশ করার ও ইজতহিাদ করার সুযোগ আছে সসেব মতকে উম্মতরে অনক্যৈ ও বভিক্তরি মাধ্যম হসিবেে গ্রহণ করে। এমনকি কউে কউে তার মুসলমি ভাইকে গোমরাহ বলতওে দ্বধিা করে না অথচ হতে পারে সে নজিইে গোমরাহ। এ যামানায় চরম আকার ধারণ করা সংকটগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। যদওি এ যামানাতে যুব সমাজরে জাগরণ আশাব্যঞ্জক। এ ধরণরে সংকট এ জাগরণকে নষ্ট করে দতিে পারে এবং বচ্ছিন্নিতার কারণে উম্মাহ আবার ঘুময়িে পড়তে পারে। কারণ কউে যদি তার মুসলমি ভাই এর সাথে কোন ইজতহিাদী মাসয়ালায় মতভদে করে; যে মাসয়ালাতে কোন অকাট্য দললি নইে; সে ব্যক্তি ঐ ভাই থকেে

দূরে সরে যায়, তাকে গালগিালাজ করে, তার সমালোচনা করে— এটি মুসবিত; এতে সবচয়েে খুশি হয় এ জাগরণরে শত্রুরা।

যদি কোন মাসয়ালা ইজতহিাদরে উপযুক্ত হয় তাহলে সক্ষেত্রে একে অপররে ওজর গ্রহণ করা উচতি। তবে, মুসলমান ভাইদরে পরস্পররে মধ্যে শান্তপিূর্ণ আলোচনাতে কোন বাধা নইে। আমি বলব: আল্লাহ তাআলা ইমাম আহমাদকে উত্তম প্রতদিান দনি; যনিি এ সুন্দর পথটি গ্রহণ করছেনে: যখন সলফে সালহেীন কোন মাসয়ালায় মতানক্যে করে এবং এ ক্ষত্রেে কোন অকাট্য দললি না থাকে সক্ষেত্রে বষিয়টি প্রশস্ত এবং সবগুলো অভমিতরে উপর আমল করা জায়যে।[আল-শারহুল মুমতি (৫/১৩৫-১৩৮)]

উপরোক্ত আলোচেনা থকেে জানা যায় য,ে সাহাবায়ে করোম থকেে যে অভমিত বর্ণতি আছে সে অভমিতরে উপর আমল করলে এতে কোন অসুবধিা নইে। যদওি উত্তম হচ্ছ— প্রথম রাকাতে ৭ তাকবীর দয়ো এবং দ্বতিীয় রাকাতে ৫ তাকবীর।

তনি:

অন্তরগুলোকে এক সূতায় বঁধেে রাখা ও ঐক্যবদ্ধ থাকা কর্তব্য। ইসলামরে এটি একটি মৌলকি নীতি। একটি সুন্নতরে কারণে এ মূলনীতকিে ধ্বংস করা জায়যে হবে না। কউে এ সুন্নত পালন না করলওে কোন অসুবধিা নইে।হ্যাঁ, আলোচেনা, পর্যালোচেনা ও সংলাপ করতে কোন অসুবধিা নইে যাতে করে সুন্নাহর অধকিতর নকিটবর্তী উক্তটিি গ্রহণ করা যায়। কন্তিু, যদি দুই পক্ষরে মধ্যে মতক্যে না ঘটে এবং প্রত্যকে দল মনে কর,ে তারাই হকরে কাছাকাছি এবং তারা সাহাবায়ে করোম, তাবয়েী ও ইমামদরে অনুসরণ করছে সক্ষেত্রে কর্তব্য হচ্ছে শহররে সকল মুসলমান একজন ইমামরে ইমামতকিে মনেে নয়ো এবং বচ্ছিন্নি না হওয়া। কারণ তাদরে এ বচ্ছিন্নিতা শয়তানরে পক্ষ থকেে এবং এতে তাদরে শত্রুতা খুশি হয়।

ইতপিূর্বে 12585 নং প্রশ্নোত্তরে উল্লখে করা হয়ছেে য,ে যদি ইমাম নামাযরে মধ্যে এমন কোন আমল করে যা আমল করাটা মোক্তাদি শরয়িত সম্মত মনে করে না; সক্ষেত্রেওে মোক্তাদরি উপর ফরয ইমামরে অনুসরণ করা; যহেতেু মাসয়ালাটি ইজতহিাদী। এই ব্যক্তরিা যদি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) কংিবা আবু মুসা আশআরী (রাঃ) কংিবা আবু মাসউদ আল-বদরী (রাঃ) এর মত মর্যাদাবান সাহাবায়ে করোমরে পছিনে নামায আদায় করতনে তখন তারা কি করতনে! এ সাহাবীরা প্রথম রাকাতে ৩ তাকবীর ও দ্বতিীয় রাকাতে ৩ তাকবীর দয়িে নামায পড়তনে। তারা কি এ মহান ইমামদরে পছিনে নামায পড়া বর্জন করতনে? যাঁরা উম্মতরে ইমাম, সবচয়েে জ্ঞানী ও সর্বাধকি পবত্রি আত্মার অধকিারী?!